ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪৬৫০

আগরতলা, ২১ জানুয়ারি, ২০২৪

ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস-২০২৪

ত্রিপুরা বিভূষণ ও ত্রিপুরা ভূষণ সম্মান পেলেন অধ্যাপক অরুণোদয় সাহা ও ককবরক সাহিত্যিক নরেশ চন্দ্র দেববর্মা

ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপন উপলক্ষে এবারের ত্রিপুরা বিভূষণ সম্মান পেয়েছেন অধ্যাপক অরুণোদয় সাহা। ত্রিপুরা ভূষণ সম্মান পেয়েছেন ককবরক সাহিত্যিক নরেশ চন্দ্র দেববর্মা। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১নং হলে ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপন উপলক্ষে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতি ব্যক্তিদের রাজ্য নাগরিক পুরস্কার ও পূর্ণরাজ্য দিবস পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে ৫টি রাজ্য নাগরিক পুরস্কার ও ১০টি পূর্ণরাজ্য দিবস পুরস্কার দেওয়া হয়। ত্রিপুরা বিভূষণ ও ত্রিপুরা ভূষণ সম্মান ছাড়াও অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান ও পরিবেশ রক্ষায় বিশেষ অবদানের জন্য রাজ্য নাগরিক পুরস্কার পেয়েছেন অধ্যাপক (ড.) শান্তিপদ গণ চৌধুরী। শচীন দেববর্মণ স্মৃতি সম্মান দেওয়া হয়েছে কাবেরী মজুমদার গুপ্তকে। মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবী স্মৃতি সম্মান দেওয়া হয়েছে রীতা রায়কে।

অনুষ্ঠানে ১০টি পূর্ণরাজ্য দিবস পুরস্কারের মধ্যে সুনাগরিক পুরস্কার পেয়েছেন বাইখোরার অজয় রায়। শ্রেষ্ঠ উদীয়মান উদ্যোগ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে বনমালীপুরের ডি অ্যান্ড ডি লার্নিং এলএলপি- কে। শ্রেষ্ঠ কৃষি ও উদ্যানপালনের পুরস্কার পেয়েছেন কল্যাণপুরের অজিত দাস। শ্রেষ্ঠ মৎস্যচাষের পুরস্কার পেয়েছেন কুমারঘাটের পরেশ মালাকার। শ্রেষ্ঠ পশুপালনের পুরস্কার পেয়েছে জোলাইবাড়ির দত্ত কম্পোজিট লাইভস্টক ফার্মস। শ্রেষ্ঠ গ্রামীণ শিল্প পুরস্কার পেয়েছেন আগরতলা ইন্দ্রনগরের সুবোধ চন্দ্র রায়। শিল্প মহলে কর্ম প্রচেষ্টা পুরস্কার পেয়েছে আরকে নগর ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার জি-কিউব স্টিকস অ্যান্ড জি-কিউব ভেঞ্চার্স প্রাইভেট লিমিটেড। শ্রেষ্ঠ শিক্ষকতার পুরস্কার পেয়েছেন খোয়াই দশরথ দেব মহাবিদ্যালয়ের সহকারি অধ্যাপক ড. পঙ্কজ চক্রবর্তী। শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি পুরস্কার পেয়েছে জম্পুইজলা ল্যাম্পস লিমিটেড। শ্রেষ্ঠ মোবাইল অ্যাপের পুরস্কার পেয়েছে আগরতলার ইলগিট্রন টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা, শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা, পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায়, মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সচিব অপূর্ব রায় সম্মাননা ও পুরস্কারপ্রাপকদের হাতে রাজ্য নাগরিক পুরস্কার ও পূর্ণরাজ্য দিবস পুরস্কার তুলে দেন। সম্মাননা ও পুরস্কার হিসেবে স্মারক, মানপত্র, শাল ও চেক দেওয়া হয়। ত্রিপুরা বিভূষণ সম্মাননার ক্ষেত্রে ৫ লক্ষ টাকা, ত্রিপুরা ভূষণ সম্মাননার ক্ষেত্রে ২ লক্ষ টাকা ও অন্যান্য রাজ্য নাগরিক পুরস্কার ক্ষেত্রে ১ লক্ষ টাকা এবং পূর্ণরাজ্য দিবস পুরস্কারের ক্ষেত্রে ২০ হাজার টাকার চেক দেওয়া হয়।

****